গলসিতে চারটি রাস্তার উদ্বোধন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ গলসি ২নং ব্লকের চারটি রাস্তার উদ্বোধন করলেন গলসি ২নং ব্লকের বিডিও। মোট ১৪ কিলোমিটার রাস্তার উদ্বোধন হয় মঙ্গলবার। খানো জংশন বাজারে এই উদ্বোধন অনুষ্ঠান হয়। গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ প্রকল্পে পূর্ব বর্ধমান জেলাপরিষদের পক্ষ থেকে এই চারটি রাস্তার নির্মাণের জন্য অর্থ বরাদ্দ হয়। খানো জংশন থেকে সামারাজামার যাওয়ার ৫ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ হয়। এই রাস্তার জন্য অর্থ বরাদ্দ হয় ৩১ লক্ষ টাকা। অন্য রাস্তাটি খানো জংশন থেকে হিট্টা ভায়া কিশোরকোনা যাওয়ার রাস্তার জন্য বরাদ্দ হয়েছে এক কোটি টাকা। এই রাস্তাটির দৈর্ঘ্য ৪ কিলোমিটার। সারুল থেকে সাঁওতা যাওয়ার ২ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণের জন্য বরাদ্দ হয় ৫০ লক্ষ টাকা। কৈতারা থেকে মগ্নসারুল যাওয়ার তিন কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণের জন্য অর্থ বরাদ্দ হয় ২২ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা। চারটি রাস্তাই পাকা করা হয়।

আত্মীয়কে দেখতে গিয়ে দুর্ঘটনায় মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ আত্মীয়কে দেখতে গিয়ে বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক গৃহবধূর। মৃত গৃহবধূর নাম মৌলী সর্দার (৩০)। বাড়ি মুর্শিদাবাদের বরোয়া থানার উদয়চাঁদপুরে। সোমবার তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতের পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, সোমবার মৃত গৃহবধূর এক আত্মীয় গলায় দড়ি দিয়েছে শুনে দুই বোন মৌলি সর্দার ও ডলি সর্দার অপর এক ব্যক্তির বাইকে চড়ে তাকে দেখতে যাবার উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিল। পথে অপর একটি বাইকের সাথে তার মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। তাতে বাইক চালক ও মৃতের বোন ডলি সহ বিস্তর আহত হলেও মৌলী সর্দার নামে ওই গৃহবধূর মৃত্যু হয়।

পথসচেতনতায় গাইলেন স্বপন বাউল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ বিরুডিহায় দুই সন্তান-সহ বাবার মৃত্যু হয় হেলমেট ছাড়ই বাইক চালানোর জন্য। ২নং জাতীয় সড়কে চারচাকা গাড়ির ধাক্কায় মারা যায় ছেলেমেয়ে-সহ বাবার। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনার পর প্রশ্ন ওঠে তবে কি সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ প্রচার কি শুধুই প্রচার রয়ে যাচ্ছে। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পরেও হেলমেট ছাড়া বাইক আর কানে মোবাইল ফোন নিয়ে বাইক চালাতে আকছার দেখা গিয়েছে দুইদিনে। বর্ধমানের বাউল স্বপন দত্ত মঙ্গলবার পানাগড়, সিটি সেন্টারে বাউল গান গেয়ে বাইকচালকদের সচেতন করতে পথে নামেন। পানাগড় বাজারে বাউল গান গেয়ে হেলমেটবিহীন বাইক চালকদের হেলমেট পরার অনুরোধ করেন তিনি। বাউল গায়ক বলেন, তিনি স্বইচ্ছায় কোন পারিশ্রমিক ছাড়াই হেলমেট পরে বাইক চালানোর প্রচারে নামেন বাউল গান গেয়ে। পশ্চিম বর্ধমান জেলার উপাধ্যক্ষ বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এই প্রচেষ্টা অভিনন্দন যোগ্য। দুর্গাপুর মহকুমাশাসক শঙ্খ সাঁতরা বলেন, এভাবেই সবাই যদি সচেতন হয়ে হেলমেট পরে বাইক চালান তবে দুর্ঘটনায় প্রাণহানির সংখ্যা কমে যাবে।

দুর্গাপুরে এসার কর্মীর রহস্যমৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ দুর্গাপুরের ফরিদপুর থানা এলাকার লবিনাপাড়ার বাসিন্দা হাসিব আলি মিদ্দার রহস্যমৃত্যু। তাকে শ্বাসরোধ করে খুন করার অভিযোগ পরিবারের। মৃত ব্যক্তি বেসরকারি এসার ওয়েলে কর্মরত অবস্থায় মারা যান। হাসিব আলি মিদ্দা (৩৬) মঙ্গলবার সকালে এসার ওয়েলে মর্নিং শিফটের কাজে যোগ দেন। এরপরে এসার কর্তৃপক্ষ হাসিব আলি মিদ্দাকে জ্ঞানশূন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। তাকে তড়িঘড়ি দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরিবারের লোকেরা খবর পেয়ে হাসপাতালে যান। হাসিবের দাদা মাসুম আলি মিদ্দা ফরিদপুর থানায় তার ভাইকে খুন করার অভিযোগ জানাবেন বলে জানান। উল্লেখ্য, মাত্র ২ মাস আগে এই গ্রামেই এই পরিবারের সদস্য তৃণমূল কর্মী হাসিবুল মিদ্দার ওপর চড়াও হয়েছিলেন এলাকার কয়েকজন দুষ্কৃতী বলে অভিযোগ। মারধর করা হয় মহিলাদের। এই ঘটনায় শাসকদল অস্বস্তিতে পড়েছিল। এখন সেই গ্রাম ফের চাপা উত্তেজনা। গ্রামে বেশ কিছু দুষ্কৃতী দাপিয়ে বেড়াচ্ছে বলে অভিযোগ। আপাতত পুলিশ এই মৃত্যু নিয়ে কিছু বলতে চায়নি। ময়নাতদন্তের পরে এই মৃত্যুর কারণ জানা যাবে বলে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়। এরপরে আবার ধুন্ধুমার ঘটনা ঘটে হাসপাতালে। দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে বসে যখন মৃতের পরিবার আরমিয়া মল্লিক ও তার সাথীদের বিরুদ্ধে হাসিব আলি মিদ্দাকে খুনের অভিযোগ জানানোর জন্য প্রস্তুত তখন মহকুমা হাসপাতালে আরমিয়া মল্লিকের নেতৃত্বে তার কয়েকজন সাথী আক্রমণ চালায়। মাথা ফাটিয়ে দেয় মৃতের দাদা মাসুম আলি মিদ্দার। এরপরে দুপক্ষের হাসপাতাল চত্বরেই সংঘর্ষ বাঁধে। মৃতের পরিবার এক আক্রমণকারীকে ধরে নিউটাউনশিপ থানার পুলিশের হাতে তুলে দেন। লবনপাড়াগ্রামেও চাপা উত্তেজনা। পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেছে।

৭ কোটি ব্যয়ে রাস্তা গোহগ্রামে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ দীর্ঘদিন ধরে গলসি থেকে গোহগ্রাম পর্যন্ত বেহাল রাস্তায় নিত্য দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে স্থানীয়দের। সেই দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে স্থানীয়দের। সেই দুর্ভোগ থেকে মুক্তি পেলে এলাকাবাসীরা। স্থানীয়দের দাবি মেনে, রাস্তা সংস্কার করেছে রাজ্য সরকার। সোমবার গলসি থেকে গোহগ্রাম পর্যন্ত আদড়াহাটি রোড (হাটি রোড)-এর সাত কিলোমিটার রাস্তার (সংস্কার পরের) উদ্বোধন করল জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেবু টুডু। প্রায় ৭ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা খরচ করে ওই রাস্তা সংস্কার হয়। শুধুমাত্র সংস্কারই নয়, এই রাস্তা চওড়াও করাও হয়েছে। এদিন আদরাহাটিতে রাস্তার উদ্বোধন পর্বের অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেবু টুডু ও পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ বাগবুল ইসলামরা বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু প্রতিশ্রুতি দেন না। তিনি কাজ করে দেখান এটাই তার প্রমাণ। গলসি থেকে গোহগ্রাম পর্যন্ত এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন প্রচুর যাত্রীবাহী বাস চলাচল করে। অন্যান্য পণ্যবাহী যানবাহনও চলে। দীর্ঘদিন রাস্তাটি সংস্কার না হওয়ার ফলে বেহাল হয়ে পড়েছিল। রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় পিচ উঠে বড় বড় গর্ত হয়ে গিয়েছিল। বিশেষ করে খেতুড়া ও আদড়াহাটি গ্রামের ভেতরের রাস্তা যাতায়াতের অযোগ্য হয়ে উঠেছিল। ফলে মাঝে মাঝে দুর্ঘটনাও ঘটছে। শেষপর্যন্ত রাস্তা সংস্কার হওয়ায় খুশি বাসিন্দারা। এবড়ো-খেবড়ো রাস্তার পরিবর্তে কাঁচকাচে রাস্তা পেয়ে খুশি হাটি রোডের বাসিন্দারা।

স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে কিন্তু চিকিৎসক নেই, ক্ষোভ এলাকার বাসিন্দাদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যা পরিকাঠামো থাকা দরকার তার সবটাই আছে। নেই শুধু চিকিৎসক। এইরকম দশায় ভুগছে কাটোয়া ২ নং ব্লকের সিঙি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি। তাই স্থানীয় বাসিন্দারা চিকিৎসকের দাবিতে সরব হয়েছেন। ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে শুরু করে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছেও একটি লিখিত আবেদনপত্র পাঠিয়েছেন বাসিন্দারা। আরও জানা গিয়েছে যে, এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে একজন ফার্মাসিস্ট রয়েছেন। তিনিই সময় অসময় রোগী দেখে যাচ্ছেন। তবে যারা এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসছেন তারা বলছেন যে, বড় ধরণের চিকিৎসা এখানে হয়না। শুধুমাত্র সর্দি-কাশি-আমাশা হলেই ঔষধ দিয়ে থাকেন ওই ফার্মাসিস্ট। আরও জানা গিয়েছে যে, ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে একজন সেবিকা তিনজন চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীও একজন সুপার থাকার কথা। কিন্তু রয়েছেন মাত্র একজন ফার্মাসিস্ট ও একজন চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী। নেই সেখানে চিকিৎসক। একজন ফার্মাসিস্টের উপর ভরসা করেই স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে আসেন এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। অথচ সেই সিঙ্গি গ্রাম পঞ্চায়েতের ও পূর্বস্থলী ২ নং ব্লকের কয়েক হাজার মানুষ চিকিৎসা করাতে ছুটে আসেন হাসপাতালে। মালঞ্চা, মেঘগাছি, আশ্রমপাড়া, সিংহগ্রাম প্রভৃতি এলাকা থেকে মানুষ চিকিৎসা করাতে আসেন। তাই চিকিৎসকের অভাব থাকার কারণে বড় বড় রোগ নিয়ে ছুটতে হয় কাটোয়া মহকুমা হাসপাতাল ও বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে থাকা ফার্মাসিস্ট তপন আলু জানিয়েছেন যে, সরকারি নিয়ম অনুযায়ী কোন রোগী দেখার কথা নয়। তবে স্থানীয় মানুষ যারা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ছুটে আসেন তাদের আবদারে সর্দি-কাশি-আমাশা রোগীদের ওষুধ দিয়ে থাকি। স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নরেশ চন্দ্র মন্ডল ও পূর্ত দফতরের কর্মাধ্যক্ষ সুব্রত মজুমদার জানিয়েছেন যে, স্বাস্থ্যকেন্দ্রের একজন চিকিৎসকের দাবি বারবার জানিয়েছি মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছেও বিষয়টি জানিয়েছি। জানিনা বিষয়টি কবে সমাধান হবে।

স্থানীয় সমষ্টি উন্নয়ণ আধিকারিক শিবাশিষ সরকার জানিয়েছেন যে, বিষয়টি আমি জানি। দীর্ঘদিন ধরে উদ্যোগ এবং চেষ্টা করে যাচ্ছি আপাতত একজন চিকিৎসক যাতে ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসা করতে আসেন তার ব্যবস্থা দ্রুত করার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছি। যদিও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নদীয়া জেলা সফরে এসে প্রশাসনিক বৈঠকে জানিয়ে দিয়েছেন যে চিকিৎসকের চরম সমস্যা রয়েছে রাজ্যে। চিকিৎসকের অভাবের কারণে বহু হাসপাতালে বেড সংখ্যা বাড়ানো যাচ্ছে না। আমি নিজেও বুঝতে পারছি যে, চিকিৎসকের অভাবের কারণেই বহু হাসপাতাল স্বাস্থ্যকেন্দ্রে একটা অচলাবস্থা চলছে। চিকিৎসক পেলেই এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে বলে তিনি আশা রেখেছেন।

নাবালিকার বিয়ে আটকালো প্রশাসন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ মেয়ের বয়স মাত্র ১৮ বছর পূর্ণ হতে দশ দিন বাকি ছিল। তবুও মেয়েকে বিয়ে দিতে পারলেন না বাবা। মেয়ের বয়স ১৮ পূর্ণ হয়নি। শেষমেষ বাবাকে মুচলেকা দিয়ে বিয়ে বন্ধ করতে হল। ঘটনাটি ঘটেছে ভাতার থানার অন্তর্গত শিকাড়তোড়ের গ্রামে। বিয়ের দিন ছিল মঙ্গলবার। সোমবার রাতে ভাতার থানার পুলিশ ও কন্যাশ্রী প্রকল্পের আধিকারিক উজ্জ্বল সামন্ত-সহ একদল প্রতিনিধি পাত্রীর বাড়িতে হাজির হন, কথা বলেন পাত্রীর বাড়ির লোকজনের সাথে। পাত্রীর জন্ম সার্টিফিকেট দেখার পর দেখা যায় যে তার বয়স ১৮ বছর পূর্ণ হয়নি। প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিরা পাত্রীর বাবাকে জানিয়ে দেন যে আঠারো বছর পূর্ণ না হলে কোন ভাবেই মেয়েকে বিয়ে দেওয়া যাবে না। তাই আপাতত বিয়ে বন্ধ রাখার আর্জি জানানো হয় পাত্রীর বাবার কাছে। বাবা শেখ খাইরুল জানান যে, তারা গরীব মানুষ তাই মেয়েকে আর বেশি দূর পড়াশোনা করাতে পারবেন না ভাল পাত্র পেয়ে বিয়ে ঠিক করে ফেলেছি আয়োজন প্রায় শেষ পর্যায়ে। আত্মীয়স্বজন সবাই এসে গেছেন, রাত পোহালেই বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বিয়ে বন্ধ হয়ে গেল প্রশাসনিক চাপে। প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিরা জানিয়ে দিয়েছেন যে, আর দশ দিন বাদে মেয়ের বিয়ে দিতে পারবেন। অন্যদিকে, কালনা থানার অন্তর্গত শাসপুর গ্রামেও নাবালিকার বিয়ে আটকে দিলেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। আগামী রবিবার বিয়ে হবার কথা ছিল। ১৮ বছর পূর্ণ না হবার কারণে বিয়ে আটকালো প্রশাসন।

ভুল সংবাদে শোকপালন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ ছাত্রীর পরিবার ভুল তথ্য দিয়েছে। আর এই ভুল তথ্যের জেরেই স্কুলে শোক সভা করে ছুটি দিয়ে দেওয়া হল স্কুলে। পরে ছাত্রী জীবিত আছে এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই স্কুলে শোরগোল পড়ে যায়। পূর্ব বর্ধমানের মেমারির পাল্লা রোড উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘটনাটি ঘটেছে। এদিকে ছাত্রীর শোকসভায় অংশ নেওয়া সহপাঠিরাও লজ্জায় পড়ে যায়। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মৌসুমী দাস জানান, তাদের স্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী তৃষা প্রামাণিক ব্রেন টিউমারে আক্রান্ত। ছাত্রীটির বেঙ্গালুরুতে চিকিৎসা চলছে। আর্থিকভাবে অসচ্ছল ওই ছাত্রীর পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে স্কুলের শিক্ষিকারা। সোমবার ওই ছাত্রীর পরিবারের হাতে আর্থিক সাহায্য তুলে দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তার আগেই ওই ছাত্রীর পরিবারের তরফে জানানো হয় যে ছাত্রীটি মারা গেছে। এই খবর পেয়েই শিক্ষিকারা মনমরা হয়ে পড়েন। তার সহপাঠিরা কান্নায় ভেঙে পড়ে। পরে শোকসভা করে স্কুল ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়। পড়ুয়ারা সবাই যে যার বাড়ি চলে যাবার পর তৃষার পরিবারের আত্মীয় মামনি বাগ সঙ্গে আরো একজনকে নিয়ে বিদ্যালয়ে আসেন। তারা দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, ভুল সংবাদ বিদ্যালয়ে দেওয়া হয়ে গেছে। তৃষা মারা যায়নি। প্রধান শিক্ষিকা বলেন, ছাত্রীর পরিবারের আত্মীয়দের মুখ থেকে একথা শুনে বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষিকারা কার্যত তাজ্জব বনে যান। ঘটনা নিয়ে অনুতাপ প্রকাশ করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকেনি বলে প্রধান শিক্ষিকা মৌসুমি দাস এদিন মন্তব্য করেন। ছাত্রীর দাদু ক্ষিতিশ প্রামাণিক এদিন বলেন, প্রতিবেশীদের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে খবর পাঠানো হয়েছিল তৃষা মারা গেছে। ভুল সংবাদ পরিবারের মাধ্যমেই বিদ্যালয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই গোটা ঘটনার জন্য আমাদের পরিবারই দায়ী আমরা ঘটনার জন্য অনুতপ্ত।

অজ্ঞাত পরিচয় মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার মুচিপাড়ায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ কাঁকসা থানার অন্তর্গত মুচিপাড়ায় এক অজ্ঞাত পরিচয় মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার হয়। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। মুচিপাড়ায় ২নং জাতীয় সড়কের পাশে (বর্ধমানগামী দিকে) এক অজ্ঞাত পরিচয় মহিলার মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা সোমবার রাতে। কাঁকসা পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। পুলিশের অনুমান, মানসিক ভারসাম্যহীন এই ভবঘুরে মহিলাকে রাতের অন্ধকারে কোন যান চাপা দিয়ে চলে যাওয়ায় মৃত্যু হয় মহিলার।

রক্ত পৃথকীকরণ বিভাগের উদ্বোধন

নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল ঃ চিকিৎসা পরিষেবার সার্বিক উন্নয়ণের স্বার্থে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসাবে আসানসোল জেলা হাসপাতালে ব্লাড কম্পোনেন্ট সেপারেশন ইউনিট বা রক্তের পৃথকীকরণ সেলের উদ্বোধন করা হয়। এদিন একই সাথে স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে নদীয়ার কৃষ্ণনগর জেলা হাসপাতাল-সহ বাঁকুড়া, পূর্ব মেদিনীপুর ও পশ্চিম বর্ধমানের জেলা হাসপাতাল বা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালগুলিতে বিভিন্ন পরিষেবা চালু করা হয়। এই সমস্ত পরিষেবাগুলি মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর জেলা হাসপাতাল থেকে উদ্বোধন করেন। আসানসোল জেলা হাসপাতালে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহকুমাশাসক প্রলয় রায়চৌধুরী, পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগের এমআইসি দিব্যেন্দু ভগত, পূর্ণশশী রায়, মীর হাসিম-সহ আরো অনেকে। এদিনের অনুষ্ঠানে মহকুমাশাসক বলেন, এই ইউনিট চালু হওয়ার ফলে সাধারণ মানুষ প্লেটলেট থেকে বিভিন্ন বিভাগে সহজলভ্য পরিষেবা পাবেন ও উপকৃত হবেন।

সময় নেই পঞ্চায়েতের, কুলডিহায় বেহাল রাস্তা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ মাত্র দশ ফুট রাস্তা চরম বেহাল। যেকোন সময় ধ্বসে যেতে পারে রাস্তা। অথচ এই রাস্তা ধরেই দশটি আদিবাসী গ্রামের দুর্গাপুর যাওয়ার সহজ পথ কুলডিহার গঁড়াই পাড়ার রাস্তা দিয়েই। বাসিন্দাদের অভিযোগ, মলানদিঘি পঞ্চায়েতের কর্তৃপক্ষকে বারবার অভিযোগ জানালেও তারা কোন গুরুত্ব দেয় নি এই রাস্তার মাত্র দশফুট বেহাল অংশ সংস্কারের জন্য। কুলডিহা থেকে পাথরডিহা যাওয়ার সেতুর দুই পাশের রেলিং চুরি হয়ে গিয়েছে। চুরি হয়ে যাওয়ার পর পড়তে যায়। পাথরডিহা, ভালুককোঁদা, কেশবগঞ্জ-সহ দশটি আদিবাসী গ্রামের দুর্গাপুর যাওয়ার সহজ পথ কুলডিহার গঁড়াই পাড়ার রাস্তা দিয়েই। বাসিন্দাদের অভিযোগ, মহকুমা হাসপাতাল যান। বাসিন্দাদের অভিযোগ, মলানদিঘি পঞ্চায়েতের সময় নেই কুলডিহার গঁড়াই পাড়ার মাত্র দশ ফুট বেহাল রাস্তা সারাইয়ের। পঞ্চায়েত প্রধান অবশ্য বলছেন, রাস্তা সারাই হবে দ্রুত। কুলডিহা গ্রামের ছাত্রছাত্রীরা দোমড়ার একটি বেসরকারি মিশন স্কুলে থেকে রেলিং বসানো হয়নি পূর্তদপ্তরের পক্ষ থেকে বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের। রাস্তায় আলো নেই। বেহাল রাস্তায় প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের। পাথরডিহা গ্রামের বাসিন্দারা অভিযোগ করেছেন সেতুর রেলিং না থাকার জন্য সন্ধ্যের পর দুর্ঘটনার আশঙ্কায় ভোগেন স্থানীয় বাসিন্দারা। মলানদিঘি পঞ্চায়েত প্রধান আরশু সোরেন বলেন, রাস্তার বেহাল দশা তিনি শুনেছেন এবং দ্রুত সংস্কার করা হবে।

চালু কারখানা বন্ধ করে মেশিন স্থানান্তর

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ কথা ছিল দিন দশেকের জন্য বিস্কুটের কারখানা বন্ধ রাখা হবে। কিন্তু অষ্টম দিনে বেলায় কয়েকজন কর্মী কারখানার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় লক্ষ্য করেন কারখানা থেকে ভারি মেসিনপত্র বের করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সেই জন্য একটা ক্রেন ও কন্টেনার আনা হয়েছে। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই কারখানার কর্মীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। চালু কারখানা বন্ধ করে দিচ্ছে কারখানা কর্তৃপক্ষ এই খবরের জেরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। ফলে চারশো শ্রমিক বেকার হতে বসেছে। যেখানে কারখানার তিন শিফটে নয় টন করে বিস্কুট উৎপাদন হয়। চালু কারখানায় যেখানে উৎপাদন নিয়ে কোন সমস্যা নেই সেখানে কেন কারখানা বন্ধ করতে চলেছে তা নিয়ে চাপান উতোর শুরু হয়েছে। এদিন যদিও কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে। কিন্তু আলোচনার পরে কোন ফলাফল এখনও উঠে আসেনি। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বর্ধমান শহর ছাড়িয়ে গাংপুর যাওয়ার পথে জাতীয় সড়কের ধারে পড়ছে এই বিস্কুট কারখানা। দিন দশেক আগে ওই কারখানার একটা নোটিশ ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে লেখা ছিল দশ দিন ধরে কারখানায় কোন উৎপাদন হবে না। কর্মীদের আর কিছু জানানো হয়নি। জানা গেছে, ওই কারখানায় নিত্য ধরণের বিস্কুট উৎপাদন করে প্যাকেট জাত করে বাজারে বিক্রির জন্য পাঠানো হয়। মোট তিন শিফটে নয় টন বিস্কুট উৎপাদন করা হয়। উৎপাদন নিয়ে কোনদিন কোন সমস্যা হয়নি। এদিন হঠাৎ করে বেশ কয়েকজন কর্মী লক্ষ্য করেন যে, যন্ত্রাংশ বাইরে বের করে কন্টেনারে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। অন্যান্য কর্মীদের মধ্যে এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু ইমামের

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ মসজিদে নামাজ পড়িয়ে বাইকে চড়ে বাড়ি ফেরার পথে অজানা গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক ইমামের। মৃত ইমামের নাম সেখ আবু তোয়েব (৫৫)। বাড়ি বর্ধমান সদর থানার লাকুন্ডির কাটরাপোতা গ্রামে। মৃতের আত্মীয় আনসার আলি সেখ জানিয়েছে, মৃত ব্যক্তি শিবপুরের দিঘিরপাড় এলাকার একটি মসজিদে ইমামের কাজ করতেন। মঙ্গলবার ভোরে বাইকে চড়ে মসজিদে ফজলের নামাজ পড়িয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে গোদা বাইপাসের উপর একটি গাড়ি তাকে ধাক্কা মারে। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে সকাল সাড়ে ছটা নাগাদ বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ডাঃ অশোক কুমার নন্দী
MBBS, MD, FIAMS
Regd. No.- 54156 (WBMC)
:: রোগী দেখছেন ::
স্পন্দন হেলথ্ পয়েন্ট-এ
লিংক রোড, আরামবাগ, হুগ লি
সময়- সকাল ১০.৩০ মি. থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত।
যোগাযোগ ঃ 9732228783, 9775034533

এম. এ. গণি হাসপাতাল
কোর্ট রোড, আরামবাগ, হুগলি
দিবারাত্রী রোগী ভর্তির সুব্যবস্থা আছে।
বিঃ দ্রঃ- স্বাস্থ্যসাথী কার্ড হোল্ডারদের এখানে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।
Mobile : 9609538713, 9775781615
Phone : 03211 - 255 222